আই ডি নংঃ ২১

৭. মিজানুর রহমান

বয়স ঃ ২০ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পিতা ঃ এজাজুল ইসলাম

বর্তমান ঠিকানা ঃ আরাপাড়া , সাভার, ঢাকা।

মোবাইল ফোন নংঃ   ০১৯৩৭৩৭৯২৫২

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে । পড়াশোনা এস এস সি । কিছুদিন কলেজে যাবার পর আর যাওয়া হয় নাই । তার দুই ভাই এ বং দুই বোন আছে। বাবা কৃষক মা গৃহিনী । তিনি বিবাহিত । তার স্ত্রীর নাম মজিদা । তাদের একটি ছেলে সন্তান আছে । ছেলেটি গ্রামের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে লেখা পড়া করে । সংসারের এমন টানাপোড়নে গার্মেন্টেস এ আসার সিদ্ধান্ত নেন । চাকুরি হয় সাভার রানা পণ্টাজার ৭তলায় অবস্থিত গার্মেন্টেস এ । সে কারনেই আজ তিনি রানা পণ্টাজা ট্র্যাজিডির এক জন ভূক্ত ভোগি । যে দিন রানা পণ্টাজা ধ্বসে পড়ে সেদিন প্রায় ৬ ঘন্টা পর তাকে বের করে আনা হয় । তার পুরো শরিরের উপর ভবনের কক্ষের একটি পার্টিশন চাপা পড়ে । ফলে তার সমস্ত শরির থেতলে যায় । সাথে তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত পান এবং একটি পা ভেঙ্গে যায় । তাকে উদ্ধার করার পর তাকে পামের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় । পরবর্তিতে ২ দিন পর তাকে পঙ্গু তে স্থানান্তর করা হয় । পঙ্গুতে চিকিৎসা চলা কালীন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকার অধিক অর্থ সাহায্য পান । বর্তমানে তিনি মোটামুটি হাঁটতে পারেন। ডাক্তার তাকে নিয়মিত কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো বাড়িতে বসেই করছেন । কিন্তু মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় জোর দিয়ে কথা বলতে গেলেই বা নিজে কোন কাজ করতে গেলেই মাথা ঘোরে এবং ব্যাথা করে । ডাক্তারের সাথে পরামশ করলে তাকে ভাল কোন নিউরো ডাক্তার এর সরনাপন্ন হতে বলেছেন । তবে তিনি টিক মত সেবা নিলে ৪-৫ মাসের মধ্য মোটামুটি সুস্থ হবে। বর্তমানে তিনি গ্রামে আছেন । এখন তিনি কিছুটা মানসিক দুঃচিন্তায় আছেন । কারন তার যে ছোট ছেলেকে মানুষ করতে হবে । কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত তেমন কোন কর্ম করতে সক্ষম নয় । চাকুরিতে আবার ফিরে আসার ইচ্ছে আছে তবে গার্মেন্টস এ নয় । তাছাড়া তার ইচ্ছে গ্রামে থেকে যদি কিছু করা যেত,যেমন ব্যাবসা , দোকান , মুরগী ফার্ম বা গরুর ফার্ম ইত্যাদি তাহলে খুব ভাল হত । কিন্তু এগুলো করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা এই মুহুর্তে নাই । তবে যে টাকা পেয়েছেন তা দিয়েই কিছু একটা শুরু করতে চান ।

মন্তব্য ঃ তাকে একটি দোকান করে দেওয়া যায় । তার নিজের কাছে ৩০ হাজার টাকা বর্তমান । মুদি দোকান ঘরের সিকিউরিটি বাবদ ৪০ হাজার এবং দোকানের মালামাল ক্রয় বাবদ ৫০ হাজার টাকা হলে একটিদোকান ঘর শুরু করা সম্ভব ।

অনুদানের প্রস্তাব ঃ   ৮০০০০/- (আশি হাজার টাকা)

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬৬

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য.০২/১২/১৩. ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট # ৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ মিজানুর রহমান
পিতা ~~স্বামী~~ঃ এজাজুল ইসলাম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রামঃ রহিমপুর, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ,জেলাঃ রংপুর ।
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রামঃ রহিমপুর, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ,জেলাঃ রংপুর ।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত “রানা প্লাজা” নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয় ।

আহতের বর্ননা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্য

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় তার (মিজানুর রহমান) সারা শরিরে ও মেরুদন্ডে আঘাত পান। । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন এবং একটু একটু হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনি একটি ছোট মুদি দোকান দিতে চান কিন্তু তা অপ্রতুল । এখন তার জন্য একটি দোকান ঘর এবং দোকানের কিছু মালামাল ক্রয়ের জন্য ৭৫,০০০ টাকার প্রয়োজন ।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬৭

শর্ত/নীতিমালা

ক. মুদি দোকান ঘর এবং দোকানের মালামাল ক্রয় বাবদ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বমোট ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) প্রদান করবেন।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অঙ্গীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য মুদি দোকান ঘর ও দোকান পরিচালনার মালামাল। তথা তার মুদি দোকানের জন্য খরিদকৃত সমমূল্যের মুদি মালামাল, স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসন লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মুদি দোকান ঘর ও মালামালের পাকা রশিদ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্ত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বাক্ষর
(প্রথম পক্ষ)
(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

মিজানুর
স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)
(মিজানুর রহমান)
ঠিকানা: গ্রামঃ রহিমপুর, উপজেলাঃ
তারাগঞ্জ,জেলাঃ রংপুর।

স্বাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১। ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ

২।

৩।